উত্তরবঙ্গ

মহিলাকে মারধরে জমি মাফিয়াচক্রের পান্ডা ধৃত

শিলিগুড়ি, ১১ জুলাই ঃ এক মহিলাকে মারধর করে ঘর থেকে বের করে দেওয়ার অভিযোগে একজনকে গ্রেফতার করল আশিঘর ফাঁড়ির পুলিশ। দীপক বালা নামে ওই ব্যক্তি জমি মাফিয়া বলে পুলিশ সূত্রে খবর। ধৃতকে বৃহস্পতিবার আদালতে তোলা হবে। পুলিশ তাকে নিজেদের হেপাজতে নেওয়ার আবেদন করবে বলে জানা গিয়েছে।

হাতিয়াডাঙ্গা

সোমবার ইস্টার্ন বাইপাস সংলগ্ন হাতিয়াডাঙ্গায় নিজের জমিতে বাড়ি তৈরি করার 'অপরাধে' এক মহিলাকে ঘর থেকে টেনে বের করে বেধড়ক মারধর করার অভিযোগ উঠল দালালচক্রের বিরুদ্ধে। হাতিয়াডাঙ্গা ও সংলগ্ন এলাকার চারজন ওই মহিলার শ্লীলতাহানি করে বলেও অভিযোগ। পুরো বিষয়টি আশিঘর পুলিশ ফাঁড়িতে জানানোর পর পুলিশ এসে ওই মহিলাকে ফের ঘরে ঢুকিয়ে দিয়ে যায়। ওই মহিলা কমলা মণ্ডলের অভিযোগ, ৯ বছর আগে হাতিয়াডাঙ্গায় তিন কাঠা জমি কেনার পর গত ৩০ জুন সেখানে ঘর তৈরির কাজ শুরু করেন তিনি। কয়েকদিন সব ঠিকঠাক থাকলেও সোমবার রাতে লালন রায়, প্রদীপ চৌধুরি, সুব্রত সরকার, রণজিৎ ঘরামি সহ বেশ কয়েকজন ধারালো অস্ত্র নিয়ে কমলাদেবীর উপর চড়াও হয় ও তাঁর শ্লীলতাহানি করে। বিষয়টি কমলাদেবী আশিঘর ফাঁড়িতে লিখিতভাবে জানান। এরপরই নড়েচড়ে বসে পুলিশ। এরপর এদিন হাতিয়াডাঙ্গা এলাকা থেকে দীপক বালা নামে একজনকে গ্রেফতার করা হয়। পুলিশের বক্তব্য, ওই দীপক বালাই জমি মাফিয়াচক্রের পান্ডা। তাকে গ্রেফতার করে বাকিদের খোঁজে তল্লাশি শুরু হয়েছে। পুলিশ সূত্রের খবর, ভক্তিনগর থানার আইসি অনুপম মজুমদার ও আশিঘর ফাঁড়ির ওসি মহেশ সিংয়ের নেতৃত্বে পুলিশের একটি দল ঘটনার তদন্তে নেমে জানতে পারে দীপক বালাই এই চক্রের পান্ডা। এরপর হাতিয়াডাঙ্গার একটি সেলুন থেকে পুলিশ তাকে গ্রেফতার করে থানায় নিয়ে যায়।

দেরিতে আসেন শিক্ষকরা, স্কুলে তালা অভিভাবকদের

গয়েরকাটা, ১১ জুলাই ঃ শিক্ষকরা দেরি করে স্কুলে আসায় ক্ষুব্ধ গ্রামবাসীরা তালা ঝুলিয়ে বিক্ষোভ দেখালেন। বুধবার সকালে ঘটনাটি ঘটেছে ধূপগুড়ি ব্লকের দুরামারির চানাডিপা এলাকার শালবাড়ি ২ নম্বর নিম্নবুনিয়াদি বিদ্যালয়ে। এদিন সকাল ১১টা থেকে বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের রুমের দরজায় তালা ঝুলিয়ে বিক্ষোভ দেখান তাঁরা। গ্রামবাসীদের অভিযোগ, এই বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকারা প্রায় প্রত্যেকদিনই দেরি করে স্কুলে আসেন। ছাত্রছাত্রীদের অভিভাবকরা শিক্ষকদের ভরসায় খুদে পড়ুয়াদের স্কুলে পাঠান। কিন্তু দেরি করে তাঁরা স্কুলে আসায় ছাত্রছাত্রীদের সামলে রাখার জন্য কেউ উপস্থিত থাকেন না। গ্রামবাসীদের প্রশ্ন, ছাত্রছাত্রীদের কোনো বিপদ এই সময়ে ঘটলে তার দায় কে নেবে ? এর আগেও শিক্ষকদের বিষয়টি নিয়ে সতর্ক করা হলেও অবস্থার পরিবর্তন হয়নি।

গ্রামবাসীদের মধ্যে সমারু রায়, খুরশিদ আলম, মামরুল ইসলাম, অনিল রায় প্রমুখ জানান, বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সহ অন্যান্য শিক্ষক-শিক্ষিকারা প্রতিদিন দেরি করে স্কুলে আসেন। এর আগেও তাঁদের সতর্ক করা হয়েছে। কিন্তু তাতে কোনো ফল হয়নি। তাই আজ আমরা তালা ঝুলিয়ে বিক্ষোভে শামিল হই। বিষয়টি আমরা বিদ্যালয় পরিদর্শককেও জানিয়েছি। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক লালন প্রধান জানান, পুরো অভিযোগ ভিত্তিহীন। প্রত্যেক শিক্ষক-শিক্ষিকা সময়েই স্কুলে আসেন। ধূপগুড়ি পশ্চিম মণ্ডলের অবর বিদ্যালয় পরিদর্শক শুভ্রজ্যোতি বর্মন বলেন, 'গ্রামবাসীদের কাছ থেকে এই বিষয়ে অভিযোগ পেয়েছি। বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে।'

বাগানের বিরুদ্ধে অভিযোগ, অনশনে চা শ্রমিকরা

চালসা, ১১ জুলাই ঃ এক চা বাগান শ্রমিককে কাজ থেকে সাসপেন্ড ও বাগানের বাইরে বসবাসকারী ১৩ জন শ্রমিককে বোনাস সহ যাবতীয় সুযোগসুবিধা অবৈধভাবে দেওয়ার প্রতিবাদে সোনগাছি চা বাগানে অনশন শুরু করলেন শ্রমিকরা। বুধবার মেটেলি ব্লকের ওই চা বাগানের নাকটি ডিভিশনে মঞ্চ করে অনশন শুরু করে চা বাগান তৃণমূল কংগ্রেস মজদুর ইউনিয়ন। যদিও চা বাগান কর্তৃপক্ষের তরফে যাবতীয় অভিযোগ অস্বীকার করা হয়েছে।

গত বছর ২ মে বাগান কর্তৃপক্ষ ও শ্রমিকপক্ষের মধ্যে দ্বন্দ্বের জেরে বাগান বন্ধ হয়ে যায়। এক সপ্তাহের জন্য বাগান বন্ধ থাকে। পরে শ্রম দপ্তরের হস্তক্ষেপে আবার বাগান খুলে যায়। ওই সময় বাগান কর্তৃপক্ষ ১০ জন শ্রমিককে সাসপেন্ড করে। পরে ৯ জন শ্রমিককে কাজে ফেরানো হলেও চা বাগান তৃণমূল কংগ্রেস ইউনিয়নের সম্পাদক লোপো মাঝিকে কাজে ফেরানো হয়নি বলে অভিযোগ। বাগান কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে আরও অভিযোগ, বাগানের ১৩ জন শ্রমিক কয়েক বছর ধরে কোনো কাজ করছেন না। তাঁরা বাইরে থাকেন। অথচ বাগান কর্তৃপক্ষ ওই সকল শ্রমিকদের নামে মজুরি, বোনাস, র‍্যাশন সহ যাবতীয় সুযোগ দিয়ে চলেছে। বাগান কর্তৃপক্ষের এই সব পদক্ষেপের বিরুদ্ধে প্রতিবাদেই তারা অনশনে বসতে বাধ্য হয়েছে বলে জানিয়েছে চা বাগান তৃণমূল কংগ্রেস ইউনিয়ন। সোমবার সকাল ৯টা থেকে বিকাল ৫টা পর্যন্ত অনশন চলে। সংগঠনের কেন্দ্রীয় কমিটির নেতা বৈজনাথ নায়েক বলেন, 'অবৈধভাবে বাগান কর্তৃপক্ষ আমাদের নেতা লোপো মাঝিকে সাসপেন্ড করে রেখেছে। ১৩ জন শ্রমিক বাইরে থাকা সত্ত্বেও তাঁদের নামে বোনাস, মজুরি, র‍্যাশন সবই দেওয়া হয়েছে। এর পিছনে দুর্নীতি রয়েছে।' লোপো মাঝিকে কাজে নিয়োগ সহ যাবতীয় বিষয়ে তদন্ত করার দাবি জানিয়েছেন তাঁরা। বাগানের ম্যানেজার রাধেশ্যাম খান্ডুলনা বলেন, 'লোপো মাঝি বাগানে অযথা ঝামেলা করেন। আমরা তাঁর স্ত্রীকে কাজ করার প্রস্তাব দিয়েছিলাম। কিন্তু তিনি সেটা তিনি মানেননি। সাসপেন্ড হওয়া বাকি শ্রমিকরা ভালোভাবে কাজ করার লিখিত প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। কিন্তু তিনি দেননি।' ১৩ জন শ্রমিক পরিবারের সদস্যরা বাগানে কাজ করছেন বলেই সুবিধা পাচ্ছেন। মালের সহকারী শ্রম আধিকারিক আর্থার হোরো বলেন, বিষয়টি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানানো হবে।

তিন বছর পর ঘরে ফিরল নিখোঁজ নাবালিকা

চোপড়া, ১১ জুলাই ঃ অবশেষে তিন বছর নিখোঁজ থাকার পর দেবীঝোরা এলাকার এক নাবালিকাকে ঘরে ফেরানো সম্ভব হল। উত্তর দিনাজপুর জেলার চোপড়া থানার দেবীঝোরা এলাকা থেকে ২০১৫ সালে মোটা টাকার বিনিময়ে চাকরির টোপ দিয়ে এক নাবালিকা সহ তিনজনকে দিল্লিতে বিক্রি করে দেওয়ার অভিযোগ ওঠে এক পাচারচক্রের বিরুদ্ধে। ইতিপূর্বে দুজনকে উদ্ধার করা সম্ভব হলেও নাবালিকাকে দীর্ঘ তিন বছর পর উদ্ধার করা সম্ভব হল। নাবালিকাটিকে পাচারচক্র দিল্লিতে নিয়ে যাবার পর কয়েক মাসের মধ্যে পরিবারের লোকজনের সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হয়। কিন্তু নাবালিকার মা হাল ছাড়েননি। স্থানীয় শিশুশিক্ষাকেন্দ্রের সহায়িকা করুণাময়ী রায়ের ঐকান্তিক সহযোগিতায় তিনি মেয়েকে ফিরে পেলেন। করুণাময়ী রায় জানান, নাবালিকা উদ্ধারের জন্য নিয়মিত দিল্লির একটি এনজিওর সঙ্গে যোগাযোগ রাখা হচ্ছিল। গত ছয় মাসে 'এবং আমরা' নামে স্থানীয় এনজিও দিল্লির এনজিওর সহায়তায় গত ৪ জুলাই আদালতের মাধ্যমে মেয়েটিকে ফিরে পাওয়া সম্ভব হয়। মেয়েটিকে দালালচক্রের মাধ্যমে একটি পরিবারে পরিচারিকার কাজে নিযুক্ত করা হলেও সেখান থেকে ওই চক্রটি টাকা তুলে নিত।

ফের চুরি ধূপগুড়িতে

ধূপগুড়ি, ১১ জুলাই ঃ ধূপগুড়িতে ফের চুরির ঘটনা ঘটল। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ধূপগুড়ি নতুনপাড়া এলাকার বাসিন্দা মেনকা বিশ্বাস বাড়িতে একাই থাকেন। পেশা ও বিয়ের সূত্রে তাঁর দুই ছেলে ও এক মেয়ের সকলেই বাইরে থাকেন। মেনকাদেবীও গত ২২ দিন ধরে হ্যামিল্টনগঞ্জে তাঁর মেয়ের বাড়িতে ছিলেন। বুধবার বিকেলে বাড়ি ফেরার পর তিনি চুরির ঘটনাটি জানতে পারেন। ঘটনার খবর পেয়ে ধূপগুড়ি থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। দীর্ঘদিন বাড়িতে না থাকার কারণে কোন সময়ে চুরির ঘটনাটি ঘটেছে সে বিষয়ে অবশ্য কেউই নিশ্চিত হতে পারেননি। তদন্তকারীদের সূত্রে জানা গিয়েছে, দুষ্কৃতীরা নগদ পাঁচ হাজার টাকা ও সামান্য কিছু সোনার গয়না চুরি করে নিয়ে যায়। পুলিশ ঘটনার তদন্ত করছে। গত এক মাসে ফাঁকা বাড়িতে চুরির যে ঘটনা ঘটেছে তার সঙ্গে এই ঘটনাটির কোনো যোগসূত্র রয়েছে কিনা, তা তদন্তকারীরা খতিয়ে দেখছেন।

চা নিলামকেন্দ্র বাঁচাতে রাজ্যের প্রস্তাবেই সায়

জলপাইগুড়ি, ১১ জুলাই ঃ জলপাইগুড়ি চা নিলামকেন্দ্রকে বাঁচাতে চা নিলাম কমিটি এবং রাজ্য সরকারের বিকল্প প্রস্তাবকেই সমর্থন করল ভারতীয় চা পর্ষদ। জলপাইগুড়ির নর্থবেঙ্গল টি অকশন কমিটিকে বাঁচাতে প্রধানমন্ত্রীকে লেখা মামনি রাউতের চিঠির জবাবে ভারতীয় চা পর্ষদের তরফে ওই কথা জানানো হয়েছে। চা পর্ষদের আধিকারিক রজনীগন্ধা শীল নস্কর জানিয়েছেন, ২০১৫ সালের ১৭ ফেব্রুয়ারি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অতিরিক্ত মুখ্যসচিব টি বোর্ডকে প্রস্তাব দিয়েছিলেন, জলপাইগুড়ি চা নিলামকেন্দ্রে ডুয়ার্সের বড়ো চা বাগান এবং বটলিফ ফ্যাক্টরির গুঁড়ো চা নিলাম করা হোক। সেক্ষেত্রে ওই নিলামকেন্দ্রটি চাঙ্গা হবে। এই প্রস্তাব সমর্থনযোগ্য হলেও, বিক্রেতারা গুঁড়ো চা কোথায় বিক্রি করবেন, এটা তাঁদের ব্যক্তিগত পছন্দ বলেও রজনীগন্ধাদেবী চিঠিতে লিখেছেন।

অতিরিক্ত মুখ্যসচিবের কাছে জলপাইগুড়ি চা নিলামকেন্দ্র থেকে যে প্রস্তাবগুলি পাঠানো হয়েছিল, তার ভিত্তিতেই টি বোর্ডকে প্রস্তাব দিয়েছিল রাজ্য সরকার। যেমন, বটলিফ ও বড়ো চা বাগানের উৎপাদিত গুঁড়ো চা বিক্রি করা যেতে পারে। তাছাড়া, জেলার সমস্ত বড়ো চা বাগানের মোট উৎপাদনের ১০ শতাংশ নিলামের জন্য ওই কেন্দ্রে পাঠানো হয়। এছাড়াও হয় বড়ো চা বাগানের পাতা ও সিটিসি চা অন্য নিলামকেন্দ্রে যাক, কিন্তু জলপাইগুড়িতে গুঁড়ো পাতা আসুক। না হলে বটলিফ ফ্যাক্টরির গুঁড়ো চা জলপাইগুড়িতে পাঠানো যেতে পারে। বিষয়টির নিষ্পত্তির জন্য জেলা তথা উত্তরবঙ্গের চায়ের ব্যবসা ও উৎপাদনের সঙ্গে যুক্তদের নিয়ে টি বোর্ডের বৈঠক ডাকা উচিত বলে ওই প্রস্তাবে জানানো হয়েছিল। জানা গিয়েছে, জলপাইগুড়ি চা নিলামকেন্দ্রটি প্রথমে ইলেকট্রনিক্স নিলাম এবং পরে প্যান ইন্ডিয়া পরিসেবায় যুক্ত হয়। এর মাধ্যমে ক্রেতারা দেশের যেকোনো প্রান্তে বসেই জলপাইগুড়ির নিলামজাত চা কিনতে পারবেন। কিন্তু কেন্দ্রটি চায়ের জোগানের অভাবেই বন্ধ হয়ে রয়েছে বলে নিলামকেন্দ্রের কার্যকরী কমিটির সদস্য রজত কার্জি জানান।

২০০৫ সালে জলপাইগুড়ি চা নিলামকেন্দ্রটি চালুর পর থেকে তৈরি করা চায়ের জোগানের অভাবে ধুঁকতে ধুঁকতে গত ২০১৫ সালের সেপ্টেম্বরে বন্ধ হয়ে যায়। সম্প্রতি নিলামকেন্দ্রের দুই কর্মী দীর্ঘদিন বেতন না পেয়ে প্রধানমন্ত্রী, রাষ্ট্রপতি এবং জেলাশাসককে চিঠি লিখে আত্মহত্যার অনুমতি চান। দিল্লি থেকে ওই দুই কর্মীর চিঠির উত্তর না এলেও জলপাইগুড়ির জেলাশাসক সম্প্রতি বৈঠক করে চা নিলামকেন্দ্রের বার্ষিক সাধারণ সভা ডেকে সম্পাদক নির্বাচন করার নির্দেশ দেন। সেই আলোচনা মোতাবেক আগামী ৬ আগস্ট চা নিলামকেন্দ্রের বার্ষিক সাধারণ সভা ডাকা হয়েছে। ব্যাংক অপারেশনের জন্য দুজন সিগনেটরি অথরিটি দায়িত্ব পেলে নিলামকেন্দ্রের আর্থিক লেনদেনে সমস্যা মিটবে ও কেন্দ্রটিও সচল হবে বলে কমিটির ভাইস চেয়ারম্যান পুরজিৎ বকসিগুপ্ত জানিয়েছেন।

সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট প্লান্ট তৈরি হচ্ছে সুলকাপাড়ায়

নাগরাকাটা, ১১ জুলাই ঃ এবারে পঞ্চায়েত এলাকার বাড়িতেও সকালে আবর্জনা নিতে আসবেন সাফাইকর্মীরা। সংগৃহীত আবর্জনা প্রক্রিয়াকরণের জন্য পাঠানো হবে সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট প্লান্টে। জলপাইগুড়ি জেলার মধ্যে সুলকাপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতে প্রথম এই প্রকল্পটি চালু হতে চলেছে। এরপর জেলার প্রতিটি ব্লকেই এই প্রকল্প চালু করা হবে। এই প্রকল্পের প্রথম ধাপ হিসেবে নির্মাণকাজের জন্য সুলকাপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের তরফে ইতিমধ্যেই ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে।

সুলকাপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েত সূত্রে জানা গিয়েছে, নাগরাকাটার উপকণ্ঠে ৩১সি জাতীয় সড়কের ধারে ওই সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট প্লান্টটি তৈরি করা হবে। এক একর জমিতে ২০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে গড়ে উঠবে প্লান্টটি। বাড়ি থেকে ময়লা সংগ্রহের জন্য ভ্যান ব্যবহার করা হবে।

প্রস্তাবিত ওই সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমের নকশাও তৈরি করা হয়ে গিয়েছে। সংগৃহীত বর্জ্যকে তিনটি স্তরে ভাগ করা হবে। এজন্য তিনটি চেম্বার বা ইউনিট থাকবে। এছাড়াও বর্জ্য পুনর্নবীকরণের জন্য আলাদা আর-একটি চেম্বার থাকবে। পচনশীল বর্জ্য দিয়ে সার তৈরি করা হবে সেখানেই। থাকবে কেঁচোসার তৈরির ব্যবস্থাও। সার বিক্রি করে প্রকল্প চালানোর খরচের একটা অংশ উঠে আসবে বলে জানাচ্ছেন সংশ্লিষ্ট কর্তারা। মালবাজারের মহকুমাশাসক সিয়াদ এন বলেন, গ্রামীণ এলাকার প্রতি ব্লকেই বর্জ্য নিষ্কাশনের পরিবেশবান্ধব এই প্রকল্পটি চালুর পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। জলপাইগুড়ি জেলার মধ্যে সুলকাপাড়া এই ব্যাপারে প্রথম। সেখানে দ্রুত জমি পাওয়াতেই প্রাথমিক কাজ অনেকটাই এগিয়েছে। সুলকাপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের বিরোধী প্রধান ফিরোজ নুর পাটোয়ারি বলেন, 'আমাদের পঞ্চায়েতে এই প্রকল্প প্রথম চালু হচ্ছে। বিষয়টি অত্যন্ত গর্বের যে এ ব্যাপারে আমরাই পথিকৃৎ হতে চলেছি। বাসিন্দাদের জানাতে চাই, এই প্রকল্প আদৌ আবর্জনা ফেলার ডাম্পিং গ্রাউন্ড নয়। এখানে বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে বর্জ্য প্রক্রিয়াকরণ হবে।'

চা দোকানি অনুকূল কুড়ির বাড়িতে রাজগঞ্জের বিডিও পেমা শেরপা। ছবি ঃ রণজিৎ বিশ্বাস

মুখ্যমন্ত্রীর হাতে চিঠি পৌঁছাতেই পাহাড়পুরে বৈঠক প্রশাসনের

জলপাইগুড়ি, ১১ জুলাই ঃ পানীয় জলের সমস্যা নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর হাতে চিঠি পৌঁছাতেই নড়েচড়ে বসল জেলা প্রশাসন। বুধবার বিকেলে জলপাইগুড়ির অতিরিক্ত জেলাশাসক অম্লানজ্যোতি সাহার নেতৃত্বে প্রশাসনের একটি দল পাহাড়পুর গ্রাম পঞ্চায়েতের কার্যালয়ে যায়। সেখানে স্থানীয় পঞ্চায়েত প্রধান, উপপ্রধান ও পঞ্চায়েত সমিতির সদস্যদের সঙ্গে দীর্ঘক্ষণ এলাকার বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করে। মুখ্যমন্ত্রীর হাতে পানীয় জলের সমস্যার কথা জানিয়ে যিনি চিঠি তুলে দিয়েছিলেন, সেই রাজেন রায়কেও বৈঠকে ডাকা হয়। তার অভিযোগের বিষয়ে বিস্তারিত জানতে চান জেলা প্রশাসনের আধিকারিকরা। বৈঠক শেষে অতিরিক্ত জেলাশাসক অম্লানজ্যোতি সাহা বলেন, পানীয় জলের বিষয়টি নিয়ে জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তরকে একটি রিপোর্ট তৈরি করতে বলা হয়েছে।

মঙ্গলবার পাহাড়পুরের তাঁতিপাড়ার বাসিন্দা রাজেন রায় নিরাপত্তার বেড়াজাল টপকে মুখ্যমন্ত্রীর গাড়ির পাশে ছুটতে থাকেন। নিজের পকেট থেকে একটি চিঠি বের করে মুখ্যমন্ত্রীর হাতে তুলে দেন। যাতে লেখা ছিল পাহাড়পুর এলাকার পানীয় জলের সমস্যার কথা।

এদিন পাহাড়পুর গ্রাম পঞ্চায়েত অফিসের বৈঠকে অতিরিক্ত জেলাশাসক অম্লানজ্যোতি সাহা, সদর ব্লকের বিডিও তাপসী সাহা উপস্থিত ছিলেন। জানা গিয়েছে, এদিন আলোচনা চলাকালীন পাহাড়পুর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান রেহেনা খাতুন মুখ্যমন্ত্রীকে এলাকার সমস্যা নিয়ে রাজেনবাবুর চিঠি দেওয়ার বিষয়টি নিয়ে উষ্মা প্রকাশ করেন। স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের না জানিয়ে রাজেনবাবু কেন সরাসরি মুখ্যমন্ত্রীকে সমস্যার কথা জানালেন, তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন তিনি। অপরদিকে, এলাকার পানীয় জলের সমস্যার বিষয়টি সরাসরি মুখ্যমন্ত্রীকে জানানোর প্রশংসা করছেন এলাকার বাসিন্দারা।

পাহাড়পুর গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান বিকাশ বসাক বলেন, 'তিন বছর আগে এলাকায় পানীয় জলের প্রকল্প চালুর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল। কিন্তু এলাকায় জমি পাওয়া যায়নি। ফলে প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হয়নি। এবার আমরা আবার প্রকল্প চালুর চেষ্টা করব।' পাহাড়পুর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান রেহেনা খাতুন বলেন, 'গত পাঁচ বছরে গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় আমরা প্রচুর উন্নয়নমূলক কাজ করেছি। কিন্তু রাজেনবাবু যদি আমাদের একবার সমস্যার কথা জানাতেন, তাহলে আমরা চেষ্টা করে দেখতে পারতাম।' বৈঠক শেষে রাজেনবাবু বলেন, 'আমি আমার ব্যক্তিগত স্বার্থে চিঠি দিইনি। এলাকার মানুষের সমস্যার কথা জানিয়ে চিঠি দিয়েছি।' অতিরিক্ত জেলাশাসক অম্লানজ্যোতি সাহা বলেন, 'আমরা রুটিন পরিদর্শনে পঞ্চায়েত কার্যালয়ে গিয়েছিলাম। কোন কোন প্রকল্পে কী কী কাজ হয়েছে তা পরিদর্শন করা হয়েছে। আমরা রাজেন রায়ের সঙ্গেও কথা বলেছি। জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তরকে সমস্যা খতিয়ে দেখে রিপোর্ট দিতে বলা হয়েছে।'

উদ্ধার হওয়া বাঘের দাঁত। – সংবাদচিত্র

বাঘের দাঁত সহ ধৃত তিন

রাজগঞ্জ, ১১ জুলাই ঃ ডুয়ার্সে বন্যপ্রাণীর দেহাংশ পাচার রোধে ফের সাফল্য পেল বন দপ্তর। এবার রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারের দাঁত সহ ৩ জনকে গ্রেফতার করলেন বৈকুণ্ঠপুর বনবিভাগের বেলাকোবা রেঞ্জ অফিসের বনকর্মীরা। মঙ্গলবার গভীর রাতে অভিযুক্তদের চালসা এলাকা থেকে গ্রেফতার করা হয়। ধৃতদের মধ্যে একজন মহিলা রয়েছে। ধৃতরা হল নাগরাকাটার শ্যামকুমার তাঁতি ও দীপক মাহালি এবং বানারহাটের রায়না খাতুন।

বন দপ্তর সূত্রে খবর, উদ্ধার হওয়া দাঁত দুটি নেপালে পাচারের উদ্দেশ্যে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। বেলাকোবার বিট অফিসার পাঞ্চালি রায় বলেন, 'আমাদের কাছে বন্যপ্রাণীর দেহাংশ শিলিগুড়ি হয়ে নেপালে পাচার হওয়ার খবর ছিল। এরপরই ডিএফও অঞ্জন গুহর নির্দেশে অভিযানে নামা হয়।' তিনি জানিয়েছেন, আগাম খবরের ভিত্তিতে মঙ্গলবার রাতে বনকর্মীরা চালসায় জাতীয় সড়কে ওঁত পেতে ছিলেন। গভীর রাতে একটি চার চাকার যাত্রীবাহী গাড়িতে করে কয়েকজন এসে রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারের দাঁত বিক্রির আলোচনা করছিল। সেসময় বনকর্মীদের উপস্থিতি টের পেয়ে কয়েকজন গাড়ি নিয়ে চম্পট দিলেও দাঁত সহ ৩ জনকে গ্রেফতার করা হয়। বিট অফিসারের দাবি, ধৃতরা জেরায় স্বীকার করেছে দাঁত দুটি ভুটান থেকে পাচারের উদ্দেশ্যে নেপালে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। ওই চক্রের বাকিদের ধরার চেষ্টা চলছে বলে তিনি জানিয়েছেন। বুধবার ধৃতদের জলপাইগুড়ি আদালতে পাঠানো হয়। বিচারক তাদের ১৪ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন।

দোকানির বাড়িতে বিডিও

রাজগঞ্জ, ১১ জুলাই ঃ মুখ্যমন্ত্রীর নজরে পড়ার পর টনক নড়ল প্রশাসনের। মঙ্গলবার ফাটাপুকুরের গরিব চা দোকানি অনুকূল কুড়ির অবস্থার কথা শুনে তাঁকে অর্থসাহায্য করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এরপরই বুধবার সকালে তাঁর চায়ের দোকানে হাজির হলেন রাজগঞ্জের বিডিও পেমা শেরপা। অনুকূলবাবুর মেয়ের পড়াশোনার জন্য আর্থিক সাহায্যের পাশাপাশি তাঁর বিশেষ ক্ষমতাসম্পন্ন ছেলেকেও সহযোগিতার আশ্বাস দিয়েছেন বিডিও।

এরপরেই এদিন সকালে অনুকূলবাবুর চায়ের দোকানে যান রাজগঞ্জের বিডিও পেমা শেরপা। যদিও মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশেই তিনি গিয়েছেন কিনা, বিডিও তা পরিষ্কার করে জানাননি। তাঁর কাছে অনুকূলবাবু বলেন, স্ত্রী বেলা ও দুই ছেলেমেয়েকে নিয়ে তাঁর সংসার। তাঁরা স্বামী-স্ত্রী মিলে চায়ের দোকান করে কোনো রকমে সংসার চালাচ্ছেন। অভাবের জন্য ছেলে অমিতের পড়াশোনা দশম শ্রেণিতেই বন্ধ হয়ে গিয়েছে। এছাড়া দুর্ঘটনার জেরে অমিতের একটি পা কার্যত অকেজো হয়ে রয়েছে। অভাবের জেরে স্নাতকের পর মেয়ে সঞ্চিতার পড়াশোনাও বন্ধ করে দিতে বাধ্য হয়েছেন। এদিন বিডিও অনুকূলবাবুকে বলেন, আপনার মেয়ে পড়তে চাইলে তাঁর পড়াশোনার জন্য সাহায্য করা হবে। এছাড়া ছেলের জন্য প্রতিবন্ধী শংসাপত্র ও ভাতার ব্যবস্থা করে দেওয়া হবে। বিডিওর আশ্বাসে খুশি অনুকূলবাবু ও তাঁর পরিবার।

ফাটাপুকুর পেট্রোল পাম্পের পাশে পূর্ত দপ্তরের জমিতে রাজগঞ্জের অনুকূলবাবুর চায়ের দোকান। দোকানের পাশেই তাঁর বাড়ি। মঙ্গলবার দুপুরে উত্তরকন্যা থেকে চ্যাংরাবান্ধা যাবার সময় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কনভয় ওই এলাকায় দাঁড়ায়। সে সময় মুখ্যমন্ত্রীকে তাঁর অভাবের কথা বলেন ওই চা দোকানি। তখন তাঁর কথা ভালোভাবে শুনতে না পেলেও ফেরার পথে ওই এলাকায় কনভয় দাঁড় করান মুখ্যমন্ত্রী। অনুকূলবাবু তখনও দাঁড়িয়ে ছিলেন। এরপর অনুকূলবাবুকে ডেকে ভালো করে তাঁর কথা শোনেন তিনি। এমনকি মুখ্যমন্ত্রী তাঁর হাতে ৬০০০ টাকাও তুলে দেন।

নেতাকে অপহরণের অভিযোগ

চাকুলিয়া, ১১ জুলাই ঃ ফরওয়ার্ড ব্লকের এক গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্যকে বুধবার দিনদুপুরে অপহরণের অভিযোগ উঠল চাকুলিয়ায়। এর পিছনে শাসকদলের হাত রয়েছে বলে ফরওয়ার্ড ব্লকের অভিযোগ। ফরওয়ার্ড ব্লক নেতা তথা মালিনগাঁও মাধ্যমিক শিক্ষাকেন্দ্রের শিক্ষক আবদুল রব বেলন অঞ্চলের ঝাড়বাড়ি এলাকা থেকে ফরওয়ার্ড ব্লকের টিকিটে জয়ী হন। কয়েক দশক ধরে এই অঞ্চলে ফরওয়ার্ড ব্লক ক্ষমতায় রয়েছে। চাকুলিয়ায় বিরোধীশূন্য গ্রাম পঞ্চায়েত গড়তে তাদের সদস্যকে অপহরণ করা হয়েছে বলে ফরওয়ার্ড ব্লকের অভিযোগ। বুধবার তাঁর পরিবারের পক্ষে চাকুলিয়া থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। আবদুল রবের স্ত্রী সঞ্জরী খাতুন বলেন, 'আমার স্বামী সকালে বাইক নিয়ে চাকুলিয়া বাজারে গিয়েছিলেন। এরপর বিকেল হয়ে গেলেও বাড়ি না ফেরায় অনেকবার ফোনে যোগাযোগের চেষ্টা করি। কিন্তু ফোন বন্ধ রয়েছে। খোঁজ নিয়ে জানতে পারি, কালো রংয়ের একটা চার চাকার গাড়ি চেপে কয়েকজন দুষ্কৃতী আমার স্বামীকে অপহরণ করেছে।' তাঁর দাবি, 'ঘটনার তদন্ত করে আমার স্বামীকে প্রশাসন উদ্ধার করুক।'

তৃণমূল কংগ্রেসের কার্যনির্বাহী কমিটির সভাপতি এক্রামুল হক বলেন, 'এই অভিযোগ সত্যি নয়। প্রশাসন পুরো ঘটনা তদন্ত করে দেখবে।' চাকুলিয়া থানা সূত্রে জানা গিয়েছে, ঘটনাটি চাকুলিয়া এলাকায় ঘটলেও নিখোঁজ ব্যক্তির ঠিকানা গোয়ালপোখর থানা এলাকায়। উভয় থানার পক্ষে ঘটনাটি খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে পুলিশ জানিয়েছে।

বিন্নাগুড়ি বাগানে হাতির হামলা

বিন্নাগুড়ি, ১১ জুলাই ঃ মঙ্গলবার গভীর রাতে চা বাগানের শ্রমিক মহল্লায় হামলা চালাল চারটি হাতি। বিন্নাগুড়ি চা বাগানের জোতরু লাইনে ৪টি শ্রমিক আবাস ভেঙে খাবার খেয়ে চলে যায় হাতিগুলি। প্রতিদিন হাতির হামলায় আতঙ্কিত চা বাগানের বাসিন্দাদের অভিযোগ, বন দপ্তর কোনো পদক্ষেপ করছে না।

বিন্নাগুড়ি চা বাগানের বাসিন্দারা জানান, মঙ্গলবার রাতে চারটি হাতি রেতির জঙ্গল থেকে বিন্নাগুড়ি চা বাগানের শ্রমিক মহল্লায় ঢুকে পড়ে। বাগানের শ্রমিক দুগি মুন্ডা, রানথি মুন্ডা, সোমারু মুন্ডা ও পান্ডী মুন্ডাদের বাড়ি ভেঙে দেয় হাতির দল।

বাগানের সিনিয়র ম্যানেজার আনন্দ শুক্লা জানান, 'বিন্নাগুড়ি চা বাগানে মাঝে মাঝেই যেভাবে হাতির হামলা হচ্ছে তাতে আমরা আতঙ্কিত। গভীর রাতে শোওয়ার ঘরে কিংবা রান্নাঘরে আচমকা হাতি হানা দিচ্ছে।' জলপাইগুড়ি জেলার ওয়াইল্ড লাইফ ওয়ার্ডেন সীমা চৌধুরি জানান, বনকর্মীরা এলাকায় গিয়েছিলেন। বন দপ্তরের নিয়ম অনুযায়ী ক্ষতিগ্রস্তদের আবেদন করতে বলা হয়েছে।

– সংবাদ নিউজ সার্ভিস

হাটের উন্নয়নে টাকা মঞ্জুর

জলপাইগুড়ি, ১১ জুলাই ঃ জলপাইগুড়ি জেলার দুটি হাটের পরিকাঠামো উন্নয়নের জন্য রাজ্য কৃষি বিপণন দপ্তর প্রায় চার কোটি টাকা মঞ্জুর করেছে। বুধবার জলপাইগুড়িতে এই সংক্রান্ত নির্দেশ এসেছে। জলপাইগুড়ি জেলা নিয়ন্ত্রিত বাজার সমিতির সচিব বিপুল নাহা জানান, 'কালীরহাট বাজার থেকে ত্রিভূমি পার্ক পর্যন্ত লিংক রোড নির্মাণের জন্য খরচ হবে ২ কোটি ৩৪ লক্ষ ৪৫ হাজার ৯৬৪ টাকা। এই লিংক রোড স্থাপনের কাজ শেষ হলে কৃষকদের কৃষিজ পণ্য হাটে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে বিশেষ সুবিধা হবে।' মন্ত্রী আরও জানিয়েছেন, 'রাজগঞ্জ ব্লকের কালুয়াবাড়ি মোড় থেকে তালমা হাট পর্যন্ত লিংক রোড নির্মাণের জন্য ১ কোটি ১৩ লক্ষ ১৯ হাজার ৮২৮ টাকা বরাদ্দ হয়েছে।'

হাতির হানায় ক্ষতি

নাগরাকাটা, ১১ জুলাই ঃ মুলিবাঁশের বেড়ার ঘর ভেঙে ধান ভরতি ডুলি নিয়ে চম্পট দিল দাঁতাল। মঙ্গলবার গভীর রাতে ঘটনাটি ঘটেছে নাগরাকাটার সুখানিবস্তির দুলাপাড়ায়। হাতির মুখে পড়ে কোনোরকমে পালিয়ে প্রাণে বেঁচেছেন পরিবারটির ছয়জন সদস্য। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, পাশের জলঢাকার জঙ্গল থেকে বেশ কয়েকটি হাতি সুখানিবস্তিতে আসে। তার মধ্যে একটি দাঁতাল হামলা চালায় সফিকুল ইসলাম নামে এক বাসিন্দার বাড়িতে, একটানে মুলিবাঁশের বেড়া নামিয়ে দিয়ে হাতিটি সোজা ঘরের ভেতর ঢুকে পড়ে। সফিকুল বলেন, 'প্রথমে ভেবেছিলাম ভূমিকম্প হচ্ছে। কিন্তু চোখ মেলে তাকাতেই বুঝতে পারি হাতি দাঁড়িয়ে আছে। কোনোরকমে চার মেয়ে ও স্ত্রীকে ঘুম থেকে তুলে বাইরে বেরিয়ে আসি। এরপর দাঁতালটি ঘরের ভেতর রাখা ধান ভরতি দুটি ডুলির মধ্যে একটি থেকে কিছুটা ধান খেয়ে, অন্য ডুলিটি শুঁড়ে করে নিয়ে চম্পট দেয়।' বন দপ্তর জানিয়েছে, ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারটিকে আইন অনুযায়ী ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে।

প্যাঁচা উদ্ধার

ধূপগুড়ি, ১১ জুলাই ঃ বুধবার সকালে ধূপগুড়ি ব্লকের দক্ষিণ গোঁসাইহাট এলাকার জয়ী গ্রাম পঞ্চায়েত প্রার্থী সমীর রায়ের বাড়ি থেকে একটি আহত প্যাঁচা উদ্ধার করা হয়েছে। জানা গিয়েছে, মঙ্গলবার রাতেই প্যাঁচাটি তাঁদের ঘরে ঢুকে পড়ে। ডানায় আঘাত থাকায় প্যাঁচাটি উড়তে পারছিল না। পরিবারের সদস্যরা শুশ্রূষা করলেও তাতে ফল না মেলায় বিন্নাগুড়ি ওয়াইল্ড লাইফ স্কোয়াডে খবর দেওয়া হয়। বনকর্মীরা জানান, চিকিৎসায় সুস্থ হলে সেটিকে ছেড়ে দেওয়া হবে। সমীরবাবু বলেন, বাড়ির পাশের ছোটো জঙ্গল থেকে প্যাঁচাটি কাক বা অন্য কিছুর তাড়া খেয়ে ঘরে ঢুকে পড়েছিল।

প্রস্তুতি সভা

বিন্নাগুড়ি, ১১ জুলাই ঃ ২১ জুলাই কলকাতায় তৃণমূল কংগ্রেসের সমাবেশ উপলক্ষ্যে জলপাইগুড়ি যুব তৃণমূল কংগ্রেসের নির্দেশে বুধবার বিন্নাগুড়ি বাসস্ট্যান্ডে প্রস্তুতি সভা করল বানারহাট সাংগঠনিক ব্লক যুব তৃণমূল কংগ্রেস। এদিনের সভায় উপস্থিত ছিলেন জলপাইগুড়ি জেলা যুব তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি সৈকত চট্টোপাধ্যায় সহ অন্যরা। সভার আগে একটি মিছিল বার করা হয় বিন্নাগুড়িতে। সৈকত চট্টোপাধ্যায় বলেন, 'দলের নির্দেশ অনুসারে প্রত্যেক নবনির্বাচিত প্রার্থী যাতে ২১ জুলাইয়ের সভায় উপস্থিত থাকেন, তা নিশ্চিত করতেই এই সভার আয়োজন।'

দুর্ঘটনায় মৃত ১

ময়নাগুড়ি, ১১ জুলাই ঃ বুধবার পথ দুর্ঘটনায় ফুলেশ্বর রায় (৫০) নামে এক ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে। বিহারের রামনগর এলাকার বাসিন্দা ফুলেশ্বর ট্রাকের খালাসি ছিলেন। জানা গিয়েছে, বুধবার ভোরে একটি পণ্যবাহী ট্রাকে চ্যাংরাবান্ধায় যাওয়ার সময় অপর একটি ট্রাকের সঙ্গে সংঘর্ষে ঘটনাস্থলেই তাঁর মৃত্যু হয়। পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠায়। ট্রাকের চালক প্রবীর শীল জলপাইগুড়ি সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার

ময়নাগুড়ি, ১১ জুলাই ঃ ময়নাগুড়ি ব্লকের মাধবডাঙ্গা এলাকায় মন্টু রায় (৮৫) নামে এক বৃদ্ধের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয়। ময়নাগুড়ি থানার পুলিশ মৃতদেহটি ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে। প্রাথমিক তদন্তে পুলিশের অনুমান, বৃদ্ধ আত্মহত্যা করেছেন।

ই-প্রেসক্রিপশনের ভাবনা উত্তরবঙ্গ মেডিকেলে

পরিদর্শনে স্বাস্থ্যসচিব ও জেলাশাসক

১১ জুলাই ঃ চিকিৎসা ক্ষেত্রে গতি আনতে ই-প্রেসক্রিপশন চালু করতে চলেছে রাজ্যের স্বাস্থ্য দপ্তর। সেজন্য বুধবার স্বাস্থ্য দপ্তরের সচিব বিনোদ কুমার এবং দার্জিলিংয়ের জেলাশাসক তথা রোগী কল্যাণ সমিতির সদস্য জয়শী দাশগুপ্ত উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল পরিদর্শন করলেন। এদিন তাঁরা মেডিকেল কলেজ কর্তৃপক্ষের সঙ্গে ই-প্রেসক্রিপশন নিয়ে আলোচনাও করেন।

বিনোদ কুমার এবং জয়শী দাশগুপ্ত এদিন হাসপাতালের বহির্বিভাগ, সেন্ট্রাল ল্যাব ও স্টোরের পাশাপাশি একাধিক ওয়ার্ডও ঘুরে দেখেন। কোথায় কী খামতি রয়েছে সে বিষয়ে তাঁরা মেডিকেল কলেজের অধ্যক্ষ সমীর ঘোষ রায় এবং হাসপাতাল সুপার কৌশিক সমাজদারের কাছে জানতে চান। ট্রমা সেন্টার এবং নতুন প্রসূতি বিভাগ চালু করার ব্যাপারে বিনোদ কুমার প্রস্তাব পাঠাবার কথা বলেছেন বলে হাসপাতাল সূত্রে জানা গিয়েছে।

মেডিকেল কলেজের অধ্যক্ষ সমীর ঘোষ রায় বলেন, 'ই-প্রেসক্রিপশন চালু হলে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে চিকিৎসা ব্যবস্থায় গতি আসবে।' হাসপাতাল সুপার কৌশিক সমাজদার জানান, 'স্বাস্থ্য দপ্তরের সচিব এবং জেলাশাসক এদিন কয়েকটি ওয়ার্ড ঘুরে দেখেছেন। কিছু পরামর্শ দিয়েছেন। আমরাও কিছু সমস্যার কথা বলেছি।'

এই ব্যবস্থা চালু হলে রোগীদের পাশাপাশি চিকিৎসকদেরও সুবিধে হবে। তবে বর্তমান পরিকাঠামোয় এই ব্যবস্থা কীভাবে চালু করা সম্ভব তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন অধিকাংশ চিকিৎসক। তাঁদের বক্তব্য, রোগীর ভিড়ে বহির্বিভাগে প্রতিদিন প্রচণ্ড চাপ থাকে। কর্মীসংখ্যা কম থাকায় অন্য ওয়ার্ডগুলিরও একই অবস্থা। তাছাড়া ই-প্রেসক্রিপশন চালুর ক্ষেত্রে চিকিৎসক এবং তাঁদের সঙ্গে যুক্ত কর্মীদের প্রশিক্ষণের বিষয়টিও রয়েছে। সামগ্রিকভাবে এই ব্যবস্থা কার্যকর না করে শুধু ডিসচার্জের সময় তা করা হলে সুবিধে হবে বলে মনে করছেন অনেক চিকিৎসক।

স্বাস্থ্য দপ্তরের আধিকারিকরা জানান, এক চিকিৎসকের হাতের লেখা অনেক ক্ষেত্রেই অন্য চিকিৎসক বুঝতে পারেন না। ফলে চিকিৎসার ক্ষেত্রে একটা সমস্যা থেকেই যায়। তাছাড়া অনেক রোগী চিকিৎসা সংক্রান্ত কাগজপত্র ও রিপোর্ট যত্ন করে রাখেন না। এ জন্য ভবিষ্যতে চিকিৎসার সময় সমস্যা দেখা দেয়। ই-প্রেসক্রিপশন চালু হলে হাসপাতালেই যাবতীয় রেকর্ড থাকবে। ফলে রোগীর পাশাপাশি চিকিৎসকদেরও সুবিধে হবে।

অন্যদিকে, বায়োমেট্রিক অ্যাটেনড্যান্স নিয়ে ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজে। চিকিৎসকরা কাজে যোগ দেওয়ার পরেও তাঁদের অনুপস্থিত দেখানো হচ্ছে বলে অভিযোগ। সহকারী ডিন সন্দীপ সেনগুপ্ত জানান, 'শুরুর দিকে যেকোনো জিনিসই সমস্যার সৃষ্টি করে। আশা করছি এই সমস্যা মিটে যাবে।'